(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ এপ্রিল ২০২২

সম্পাদকমন্ডলীর বর্ধিত সভা

বাপার নির্বাহী সহ-সভাপতি ডাঃ মো. আব্দুল মতিন-এর সভাপতিত্বে ১ এপ্রিল, ২০২২ শুক্রবার বিকেল ৫.০০ টায় বাপা অফিসে বাপা সম্পাদকমন্ডলীর বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বেনের অন্যতম সদস্য অধ্যাপক আহমেদ বদরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক আহমেদ বদরুজ্জামানকে বাপা'র পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

পশুর নদী খননকৃত বালি থেকে তিন-ফসলি জমি রক্ষার -দাবীতে সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র উদ্যোগে ১০ এপ্রিল, ২০২২ রবিবার সকাল ১০.০০টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (সাগর- রুনি) মিলনায়তন, সেগুনবাগিচা, ঢাকায় "পশুর নদী খননকৃত বালি থেকে তিন-ফসলি জমি রক্ষার" -দাবীতে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বাপা'র কোষাধ্যক্ষ মহিদুল হক খানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব শরীফ জামিল এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাপা মোংলা শাখার আহ্বায়ক মো. নূর আলম শেখ। এতে সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক এতদসংশ্লিষ্ট মূল আলোচনা উপস্থাপন করেন বাপা'র সহ-সভাপতি ও বেনের প্রতিষ্ঠাতা ড. নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রের লক হ্যাভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. খালেকুজ্জামান, নির্বাহী সদস্য এম এস সিদ্দিকী এবং মোংলা ও দাকোপ থেকে আগত স্থানীয় কৃষি জমির মালিক সত্যজিত গাইন, হিরন্ময় রায়, বাণী শান্তা ইউপি সদস্য ও কৃষি জমির মালিক জয় কুমার মন্ডল মানিক, সুপর্না রায় এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এ্যাডভোকেট সুরাইয়া নাসরিন প্রমূখ । মো. নূর আলম শেখ লিখিত বক্তব্যে বলেন, মোংলা ও রামপাল অঞ্চলকে কেন্দ্র করে শিল্পায়ন বিস্তারের কারণে জরুরী ভিত্তিতে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ পশুর নদীতে ব্যাপক খনন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এগিয়ে যায়। পশুর নদীর জলজ বাস্তুতন্ত্র জাতিসংঘ স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের সার্বিক বাস্তুতন্ত্রের টিকে থাকা না থাকার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ায় বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটি পশুর নদীতে যে কোনো খনন কাজ পরিচালনার পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষার ব্যাপারে সরকারকে ইতোমধ্যে পরামর্শ দিয়েছে।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ এপ্রিল ২০২২

মোংলা বন্দর চ্যানেলের ইনার বারে একটি খনন প্রকল্প ২০২০ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক কমিটির সভায় অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় পশুর নদী থেকে প্রায় ২১৬ লাখ ঘন মিটার মাটি ও বালু উত্তোলন করার কথা। এতে উল্লেখ করা হয় যে, মোংলা বন্দরের পর্যাপ্ত জমি না থাকায় খননকৃত মাটি ও বালু, দাকোপ ও মোংলা উপজেলার বিভিন্ন খাস ও ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে ফেলতে হবে। উল্লেখ করা আবশ্যক, বেপরোয়া শিল্পায়নের কবলে থাকা সুন্দরবনের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত পরিবেশ সঙ্কটাপন্ন। যে সকল এলাকায় উচ্চ আদালত যে কোনো ভরাট ও শিল্প স্থাপন নিষেধ করেছে, মোংলা ও দাকোপ উপজেলায় জেলা প্রশাসন ও বন্দর কতৃপক্ষ চিহ্নিত স্থানসমূহও সেই এলাকার অন্তর্ভুক্ত। জেলা প্রশাসন ও বন্দর কতৃপক্ষ ইতোমধ্যে স্থানীয় জনসাধারণের ব্যাপক প্রতিবাদ উপেক্ষা করে পশুর নদীর খননকৃত মাটি ও বালু ফেলার মাধ্যমে মোংলার ৭০০ একর জায়গায় বালির পাহাড় গড়ে অসাধু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের ইতোমধ্যে সুবিধা করে দিয়েছে। একই সাথে দাকোপ উপজেলার বাণী শান্তা ইউনিয়নের ৩০০ একর জমিতে পশুর নদীর খননকৃত মাটি ও বালু ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পশুর নদী থেকে ড্রেজিং এর মাধ্যমে উত্তোলনকৃত বালু ভরাট এখন পশুর পাড়ে ব্যাপক উদ্বেগের কারণ। উত্তোলনকৃত বালু ফেলার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী বাগেরহাটের চিলা ইউনিয়ন এবং খুলনার বাণী শান্তা ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ তিন-ফসলি কৃষি জমি। তিন ফসলি কৃষি জমির ওপর নির্ভর করে বংশ পরম্পরায় বাণীশান্তা এলাকায় মূলত সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন-জীবিকা চলে। পশুর নদীর ড্রেজিং থেকে উৎপন্ন ড্রেজিং সামগ্রী নিষ্পত্তি সরকারের বর্তমান পরিকল্পনা পরিবেশগত, অর্থনৈতিক, মানবিক এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে সমস্যাযুক্ত। এক্ষেত্রে উন্নয়নের নামে তিন-ফসলি জমি ধ্বংস না করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুস্পষ্ট নির্দেশনাও লঙ্ঘিত হচ্ছে।

দাকোপের বাণীশান্তা এলাকায় মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের বালু ফেলার পরিকল্পনা অবিলম্বে বাতিলের দাবী জানানোর পাশাপাশি স্থানীয় জনগনকে সম্পৃক্ত করে স্বচ্ছভাবে যথাযথ পরিবেশগত অভিঘাত পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পশুর নদীর নাব্যতা-সংকট সমাধানের আহ্বান জানানো হয়।

ড. নজরুল ইসলাম বলেন, মোংলা বন্দর কর্তৃ পক্ষ বন্দরের উন্নয়নের অজুহাতে যে সমস্ত কর্মকান্ড করছে তা কোনভাবেই বন্দর রক্ষার দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে না। তারা দাকোপের ৩০০ একর কৃষি জমিকে পতিত ও ঘের হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, অথচ সেগুলো তিন-ফসলি কৃষি জমি। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন দেশের কৃষি জমি নষ্ট করে কোন প্রকল্প করা যাবে না। তাদের এহেন কর্মকান্ড প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশকে সরাসরি লংঘন বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন ২০-৩০ ফুট উঁচু বালির স্তুপ হওয়ার ফলে বাতাসে সে সমস্ত বালি প্রতিটি বসত-বাড়ীতে প্রবেশ করবে এমনকি মানুষের শরীরে প্রবেশ করে ফুসফুসের মারাত্নক রোগের সৃষ্টি করবে এবং লবন মিশ্রিত এই বালি বিভিন্ন কৃষি জমিতে মিশে যাবে যার ফলে কৃষকের জমি পুরোপুরি অনাবাদী জমিতে পতিত হবে। বন্দর কতৃপক্ষ দাকোপ এলাকার পরিবেশ ও মানুষের উপর চরম জুলুম ও অন্যায় অত্যাচার করছে যা কোনভাবেই একটি সভ্য দেশে মেনে নেওয়া যায় না। কোনভাবেই বাণীশান্তায় বালি ফেলা যাবে না । সরকারকে বিপদে ফেলতেই একটি মহল এই কর্মকান্ড করছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সভাপতির বক্তব্যে মহিদুল হক খান বলেন, সর্বত্রই সাধারণ মানুষের অধিকার উপেক্ষিত হচ্ছে বলেই আজ বাণীশান্তার জনগন ঢাকায় এসে সংবাদ সম্মেলন করছে। জনস্বার্থ বিরোধী ইআইএ যারা করেছেন তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানান তিনি। কৃষি জমি বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদেরকেও শাস্তির দাবী জানান।

ড. মো. খালেকুজ্জামান বলেন, প্রকল্প গ্রহনের আগে বালির ধরণ-প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে যাচাই বাচাই করা উচিত ছিল। মোংলা বন্দর যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে তা অন্যায্য ও অগ্রহণযোগ্য বলে তিনি মন্তব্য করেন। বন্দর কতৃপক্ষের কাজের প্রতি আরো দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সত্যজিত গাইন প্রধানমন্ত্রীর নিকট মানব সৃষ্ট দুর্যোগ থেকে বাঁচার আবেদন জানান। তিনি বলেন আমার তিন একর কৃষি জমি আছে সেখান থেকে আমি প্রতিবছর ১০ লক্ষ টাকা আয় করি। অথচ মোংলা বন্দর কতৃপক্ষ প্রতি একরে দুই লক্ষ টাকা করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। যা তারা ১০ বছরের জন্য হুকুম দখল হিসেবে নিবে। তিনি বলেন মোংলা বন্দরে ৬০ ভাগ সবজির যোগান দেওয়া হয় এ সকল কৃষি জমি থেকে।

এ্যাডভোকেট সুরাইয়া নাসরিন বলেন, রুল নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনভাবেই বন্দর কর্তৃ পক্ষ এ সকল কৃষি জমিতে বালি ফেলতে পারে না। যদি বালি ফেলা হয় তবে এখানকার জনগোষ্ঠি উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। লোনা বালি ফেলার ফলে সেখানকার কৃষি জমির ফসল উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে। বরং বন্দর কর্তৃ পক্ষ একটু নমণীয় হলে এ বালি অন্য স্থানে ফেলা সম্ভব। এর ফলে বানীশান্তার ৩০০ একর কৃষি জমি রক্ষা পাবে এবং সেখানকার মানুষের জীবন ও জীবিকা অক্ষুন্ন থাকবে।

হবিগঞ্জের নদ-নদী, পুকুর জলাশয় এবং জীববৈচিত্র রক্ষার দাবিতে ১৪ই এপ্রিল আলোচনা সভা

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ এপ্রিল ২০২২

হবিগঞ্জে বাপা প্রতিনিধি দলের পুকুর পরিদর্শন

১৫ এপ্রিল সকাল ১০ টায় বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এর একটি প্রতিনিধি দল হবিগঞ্জের চন্দ্রনাথ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন পুকুর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বাপা নেতৃবৃন্দ দেখতে পান পুকুরটি ভরাট করা হচ্ছে। গত ৩ দিন ধরে পুকুরটি ভরাট করা হচ্ছে বলে জানান এলাকাবাসী।

বাপা কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল এর নেতৃত্বে পরিদর্শনে ছিলেন, বাপা হবিগঞ্জের সভাপতি অধ্যাপক মো: ইকরামুল ওয়াদুদ, সহসভাপতি অ্যাডভোকেট মনসুর উদ্দিন আহমেদ ইকবাল, তাহমিনা বেগম গিনি, সাবেক ছাত্রনেতা, সাংবাদিক ও আমেরিকা প্রবাসী মুজাহিদুল ইসলাম আনসারী, বাপা হবিগঞ্জের কোষাধ্যক্ষ শোয়েব চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেল, বাপা সদস্য আব্দুল হান্নান, এ্যাডভোকেট শায়লা খান, গ্রীন ভয়েস এর মোনসেফা তৃপ্তি, আমিনুল ইসলাম, তারেক রায়হান প্রমূখ। এছাড়াও পরিদর্শন চলাকালে পরিবেশ অধিদপ্তর হবিগঞ্জের পরিদর্শক মুমিনুল ইসলাম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করেন।

বাপা কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল বলেন, জলাবদ্ধতা ও ভূগর্ভস্থ পানি সংকটে বিপর্যস্ত হবিগঞ্জ পৌরসভার চন্দ্রনাথ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন পুকুর ভরাটের উদ্যোগ একটি নিন্দনীয় ও বেআইনি। দেশের সকল পৌর এলাকার পুকুর ও প্রাকৃতিক জলাধার পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের আইনী ও নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই পুকুরকে ঘিরে দৃষ্টিনন্দন জনকল্যাণকর উদ্যোগ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।
বঙ্গবন্ধু পরিবারেরও স্মৃতি বিজড়িত অবিলম্বে এই পুকুরটি ভরাট কাজ বন্ধ করে তা পুনরুদ্ধার ও যথাযথ সংরক্ষণের দাবি জানানো হয়।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ এপ্রিল ২০২২

বড়াল নদীর বর্তমান অবস্থা এবং চলনবিলের সংকট নিরসনে আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা সভা

বড়াল নদীর বর্তমান অবস্থা এবং চলনবিলের সংকট নিরসনে আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণ ও ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয় ১৯ এপ্রিল, মঙ্গলবার। হার্ডো হল রুমে এই আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন বড়াল রক্ষা আন্দোলনের সদস্য সচিব এস.এম মিজানুর রহমান। বক্তব্য রাখেন পাবনা জেলা পরিষদের সদস্য মোঃ হেলাল উদ্দীন, কমিউনিষ্ট পার্টির পাবনা জেলা কমিটির সভাপতি সন্তোষ রায় চৌধুরী, চাটমোহর প্রেস ক্লাবের সভাপতি রকিবুর রহমান টুকুন, সাবেক সভাপতি হেলালুর রহমান জুয়েল, চাটমোহর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রোকেয়া আজাদ, চাটমোহর বার্তার সম্পাদক এস.এম হাবিবুর রহমান, সাপ্তাহিক সময় অসময়ের সম্পাদক ও চাটমোহর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কে.এম বেলাল হোসেন স্বপন, দৈনিক অনাবিল পত্রিকার সম্পাদ ইকবাল কবির রঞ্জু প্রমূখ।

বড়াল নদীর বর্তমান অবস্থা এবং চলনবিলের সংকট নিরসনে আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা সভা

বিশ্বধরিত্রী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), জাতীয় নদী রক্ষা অন্দোলন ও জাতীয় নদী জোটের যৌথ উদ্যোগে ২৪ এপ্রিল, ২০২২, রবিবার, সকাল ১১টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি'র সাগর রুনি মিলনায়তন, সেগুনবাগিচায় **"বাংলাদেশের নদ-নদী"**-শীর্ষক এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাপা'র সহ-সভাপতি অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক এর সভাপতিত্বে এবং বাপা'র নদী ও জলাশয় বিষয়ক কমিটির সদস্য সচিব ড. হালিম দাদ খান এর সঞ্চালনায় উক্ত সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার। এতে অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন জাতীয় নদী জোটের আহ্বায়ক, শারমীন মুরশিদ, বাপা'র সাধারণ সম্পাদক, শরীফ জামিল, জাতীয় নদী জোটের সদস্য সাঈদা রোখসানা খান, ডক্টরস ফর হেলথ এন্ড এনভায়নমেন্ট এর সভাপতি, অধ্যাপক ডা. এম আবু সাঈদ, বাপা'র নির্বাহী সদস্য এমএস সিদ্দিকী, বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক হুমায়ন কবির সুমন, বারোগ্রাম সংগঠনের নেতা সাইফুল ইসলাম, বসিলা বুড়িগঙ্গা এলাকার বাসিন্দা মানিক হোসেন, ঘাট শ্রমিক সমিতির সভাপতি, আমজাদ আলী প্রমূখ।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে আয়োজক সংগঠন সমূহের সদস্যগণসহ অন্যান্য পরিবেশবাদী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মূল বক্তব্যে **ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার** বলেন, ১৯৭০ সাল থেকে সারা বিশ্বে ধরিত্রী দিবস পালন হয়ে আসছে। আজ প্রায় ১৫০টি দেশে এ দিবস পালিত হচ্ছে। নদ-নদী দখল করলে শাস্তির বিধান আছে কিন্তু এর প্রয়োগ নাই, যার ফলে দখলদাররা আরো বেশী বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তিনি যথাযথ শাস্তি প্রদানের দাবী জানান। তিনি বলেন সিভিল সার্ভেন্ট থাকার পরে সরকারী কর্মকর্তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কনসালটেন্সি করছে, যার ফলে নদী উদ্ধারকর্ম ব্যহত হচ্ছে। আমাদের চিন্তা চেতনা ও উন্নয়ন হতে হবে নদী,পানি ও পরিবেশকে প্রাধান্য দিয়ে তবেই পরিবেশ ও নদী রক্ষা পাবে। তিনি ২০১৯ সালের একটি উদ্ধার কর্মকান্ডের পরিসংখ্যান উল্লেখ করে বলেন সে সময় ৩২.৩৭ শতাংশ দখলদার উচ্ছেদ করা হয়েছিল। কিন্তু বিগত দেড় বছরে সেই উদ্ধার তৎপরতা অনেকটাই ঝিমিয়ে পড়েছে। তিনি দ্রুত নদী কমিশনকে শক্তিশালি করণসহ অবশিষ্ট দখলদারদের উচ্ছেদের আহবান জানান। টেকসই উন্নয়ন-এর জন্য আমাদের নদ-নদী ও পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে এটা এ দেশের সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। আমাদের দেশের পরিবেশ মাটি পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর। এ দেশে যা রোপন করা হয় তাই হয়, যা অন্যান্য দেশে এতো কম খরচে কখনও সম্ভব নয়। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ আছে পরিবেশ নদী ধ্বংস করে কোন উন্নয়ন করা যাবে না। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। এর পেছনে কারা দায়ী তাদের শাস্তির আওতায় আনারও দাবী জানান তিনি। তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে স্বাধীন, স্বয়ংসম্পন্ন, আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ করতে পারলে নদী উদ্ধার সম্ভব হবে বলে মনে করেন।

অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক বলেন, ধরিত্রীকে যারা নষ্ট করছে তারা ধীরে ধীরে মানব সভ্যতাকে নষ্ট করছে। মানুষের কারনে ধরিত্রী ও মানুষ ধংস হতে চলেছে। মানুষ তার আচরণ পরিবর্তন না করলে একদিন মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। নদী একটি দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বহন করে। সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে মুছে ফেলা হচ্ছে অপরিকল্পিত শিল্পায়নের নামে। যে সমস্ত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের কারণে নদ-নদী ও পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে তাদের শাস্তির দাবী করেন তিনি।

শারমীন মুরশিদ বলেন, দেশের নদী দখল ও দূষণের পেছনে দায়ী স্বয়ং সরকারী প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানাগুলো। এর দায় সরকার এড়িয়ে যেতে পারে না। আইন যারা করছে তারাই আইনের তোয়াক্কা করছে না। দেশের নদী আইন বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় নদী জোট কাজ করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। নদী রক্ষা কমিশন যেন তাদের কাজ ঠিক ভাবে করে সে জন্য প্রয়োজনে আমরা চাপ প্রয়োগ করবো। তিনি নদী রক্ষায় নদী কমিশনকে স্বাধীন ও নির্ভীক হওয়ার আহ্বান জানান।
শরীফ জামিল বলেন, স্থান ও এলাকা ভেদে নদীর ধরণ ভিন্ন রকম হয়। দেশের চলমান নদী উদ্ধার তৎপরতায় কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ়তা জাতীর মনে আশার সঞ্চার করেছে। কিন্তু এই উদ্ধার তৎপরতা নদীর সীমানা যথাযথভাবে চিহ্নিত না করে উদ্ধার চালানোর কারনে এটি একটি ক্রুটিপুর্ণ উদ্যোগ। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড় বড় দখলদার চিরস্থায়ী বৈধতা পাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দখল এবং দূষণ অব্যাহত রেখে আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন না করে চলমান এ উদ্ধার তৎপরতা দীর্ঘমেয়াদে নদী ও দেশের জন্য মারাত্নক অকল্যাণকর। যথাযথ ইআইএ না করেই দেশে তথাকথিত উন্নয় প্রকল্প গ্রহণের প্রবনতা দুর করতে হবে।

ড. হালিম দাদ খান বলেন, নদী দখলদারদের বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে সাধারনত জনগণকে অনেক হুমকীর সম্মূখীন হতে হয়। সরকারের পাশাপাশি জনগনকেও নদী রক্ষায় কাজ করতে হবে। ফৌজদারী আইন ও সংশোধন করতে হবে। যেন দখলদাররা নদী কর্মীদের বিরুদ্ধে কোন ভয়ভীতি দেখানোর সাহস না পায়। আমাদের অভ্যন্তরীণ নদীর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক নদীগুলোকেও রক্ষায় কাজ করতে হবে।

শোক বার্তা

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি এবং বাংলাদেশের সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এর মৃত্যুতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র শোক বার্তা প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং বাংলাদেশের সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ২৯ এপ্রিল ২০২২ ইং শুক্রবার দিবাগত রাত ১২.৫৬ মিনিটে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার এই মৃত্যুতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র নির্বাহী পরিষদ, জাতীয় পরিষদ, সাধারণ পরিষদ ও বাপা'র ২৫টি বিষয় ভিত্তিক কর্মসূচী কমিটি এবং বাপা জেলা শাখা'র পক্ষ থেকে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছি।

আবুল মাল আবদুল মুহিত দেশের অর্থনীতি এবং পরিবেশের পরম বন্ধু ছিলেন, তিনি দেশের পরিবেশ নিয়ে দীর্ঘ সংগ্রাম করেছেন। তিনি একজন সৎ, আদর্শ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হিসেবে দেশবাসী ও বহিঃ বিশ্বে অত্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন। তিনি পরিবেশ, অর্থনৈতিক এবং সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। অর্থনীতি, পরিবেশ ও সমাজসেবায় তার এই অসামান্য অবদান আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

বাপা'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি বাপা'র বিভিন্ন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং নিরলস ভাবে প্রায় দীর্ঘ ২২ বছর দেশের পরিবেশ সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর যোগ্যতা, কাজের কৌশল, পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বাপা'র অবস্থান ও বক্তব্য সকল বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা বাপা'র জন্য মূল্যবান সহায়ক বিষয় ছিল। বাপা তার অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করে তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়।

৯/১২, ব্লক: ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা - ১২০৭
+৮৮০১৭৯৮০৯৯৯০৯
+৮৮০২-৫৮১৫২০৪১
bapa2000@gmail.com
info@bapa.org.bd